সাংবাদিক কাজলকে যশোর আদালতে প্রেরণ

ঢাকা থেকে নিখোঁজ সাংবাদিক শরিফুল ইসলাম কাজলকে বেনাপোল পোর্ট থানা থেকে যশোর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

রোববার (৩ মে) দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটে তার বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশ আইনে মামলা দিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।

এর আগে অবৈধভাবে বেনাপোল সীমান্ত পথে ভারত থেকে ফেরার সময় দৈনিক পক্ষকাল পত্রিকার সম্পাদক শফিকুল ইসলাম কাজলকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা আটক করে পুলিশে দেয় বলে দাবি করেছে পুলিশ।

এদিকে সকাল থেকে পোর্ট থানায় কড়াকড়ি আরোপের কারণে স্থানীয় সাংবাদিকরা কাজলের সঙ্গে কথা বলতে পারেনি। তবে কাজল থানা থেকে ফোনে তার স্ত্রীর সাথে কথা বলেছেন বলে জানা গেছে।

কাজলের স্ত্রী জুলিয়া ফেরদৌস নয়ন মোবাইল ফোনে জানান, কাজল তাকে ফোনে বলেছে খুব অসুস্থ তাকে যেন দ্রুত বাড়িতে নেওয়া হয়। কিন্তু সে জানেনা দেশে লকডাউন চলছে। এতে বোঝা যায় তাকে আটক করে রাখা হয়েছিল। আর কোনো কথা বলতে পারেনি বলে জানান কাজলের স্ত্রী।

বেনাপোলের রঘুনাথপুর বিজিবি ক্যাম্পের ইনচার্জ হাবিলদার আছের আলী জানান, বিজিবি সদস্যরা রাতে টহলের সময় দেখতে পান ভারত থেকে অবৈধভাবে একজন ফিরছে। পরে বিজিবি সদস্যরা তাকে আটক করে অবৈধ অনুপ্রবেশ আইনের (১১-সি) ধারায় মামলা দিয়ে পুলিশে দেয়।

বেনাপোল পোর্ট থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন খান বলেন, সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল নামে অবৈধ অনুপ্রবেশ আইনে মামলা দিয়ে যশোর আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গত ১০ মার্চ ঢাকা থেকে নিখোঁজ হয় শফিকুল ইসলাম কাজল। ১১ মার্চ শফিকুলের স্ত্রী জুলিয়া ফেরদৌসি নয়ন ঢাকার চকবাজার থানায় সাধারণ ডায়েরি করে। এছাড়া সাংবাদিক সম্মেলনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন হয়।

শফিকুল ইসলাম কাজল একজন ফটোগ্রাফার এবং দৈনিক পক্ষকাল পত্রিকার সম্পাদক। আরও ৩১ জনসহ তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে পুলিশের মামলার একদিন পর ১০ মার্চ থেকে তার আর কোনও খোঁজ মিলছে না। নিখোঁজের আগের দিন ৯ মার্চ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের এমপি সাইফুজ্জামান শিখর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে শেরে বাংলা থানায় শফিকুল ইসলাম কাজল এবং আরও ৩১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

মুজিবনগরে লোকসমাগম করে বিদ্যুৎ বিল লেনদেনঃ ঝুঁকিতে এলাকাবাসী

দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সরকারি ছুটির মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ জরুরী সেবাসমূহ অফিসগুলো সীমিত আকারে চালু রাখার নির্দেশ দিয়েছে।করোনাভাইরাসের কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতেও বলে হচ্ছে। কিন্তু মুজিবনগর উপজেলা সাব-জোনাল অফিসে সেই দূরত্ব বজায় রাখা যাচ্ছে না।

মুজিবনগরে ভয়ানক করোনা পরিস্থিতির মধ্যে সামাজিক দূরুত্ব না মেনে অফিসের সামনে লোক সমাগম করে বিদ্যুতের লেনদেন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে মুজিবনগর সাব জোনাল অফিস। রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে মুজিবনগর সাব জোনাল অফিসের সামনে লোকসমাগমের এ চিত্র দেখা যায়। এতে করে এলাকবাসি চরম ঝুকির মধ্যে পরে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে মুজিবনগর উপজেলায় ২ জন ব্যাক্তি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ও এদের মধ্যে ১ জন মারা গিয়েছে। আর সেই থেকে মুজিবনগর সাধারন জনগনের মনে করোনার কঠিন আতংক বিরাজ করছে। আর তারই মধ্যে কোন নিয়ম নিষেধাঙ্গা না মেনে সামাজিক দূরুত্ব বজায় না রেখে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের কার্যক্রম। অফিসের সামনে ঠাসাঠাসি করে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে গ্রাহকদের।

ফলে একদিকে ঝুঁকিতে পড়ছে অফিসটির কর্মকর্তারা, আবার গ্রাহকেরাও পড়ছেন ঝুঁকিতে। মুজিবনগর সাব-জোনাল অফিসরের এজিএম মোতাসিল

বিল্লাহ জানান, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আমরা গ্রহীতাদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য বার বার অনুরোধ করছি। তবে কিছু ক্ষন সামাজিক দূরুত্ব নিশ্চিত করে লাইনে দারিয়ে সকলে বিল পরিশোধ করছিলো। কিন্তু হঠাৎ করে একটি ছেলে এসে সামনে চলে আসায় গ্রাহকদের ভিতরে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়, এবং তখন একটু ঝামেলা সৃষ্টি হয়ে যায়।

তাছাড়া সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের কয়েকমাসের জরিমানা মওকুফ করা হয়েছে। এবং বিলের জন্যে কোন ধরনের চাপ গ্রাহকদেরকে সৃষ্টি করা হবে না বলে বিভিন্ন মাধ্যেম দিয়ে জানানো হয়েছে। তারপরেও গ্রাহকরা এসে ভীড় জমাচ্ছে। মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম জানান, সামজিক দূরুত্ব না মেনে বিদ্যুৎ বিল লেনদেন চলছে এমন ঘটনা শোনার পর আমি এজিএম এর কাছে ফোন দিই। এবং সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনার জন্য আমার একজন এসআইকে সেখানে পাঠানো হয়।

হজ্বের টাকায় ফ্রি ভ্রাম্যমাণ মুদি দোকান ও সবজি বাজার দিলেন টুটুল

হজ্ব করার জন্য কিছু টাকা জমিয়েছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী আলিমুজ্জামান টুটুল। সেসব টাকা দিয়ে করোনা সংকটে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষ ও অসহায়দের মাঝে ফ্রি মুদি দোকান ও সবজি বাজার চালুকরণ করে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। মহৎ এমন কাজে অবাক করে দিয়েছে মানুষকে। ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এমন মহৎ কাজে মানুষের ভালোবাসায় পুলকিত হয়েছেন তিনি।

গত শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার হাটশহরিপুর বাজার এলাকায় বিভিন্ন সবজির পসরা সাঁজিয়ে মানুষের মাঝে এসব বিতরণ করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী আলিমুজ্জামান টুটুল।

করোনা ভাইরাসের কারণে চলমান লকডাউনে কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায়, দুস্থদের পাশে দাঁড়িয়েছেন ‘গ্রীন আর্কিটেক্ট’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান। ইঞ্জিনিয়ার আলিমুজ্জামান টুটুল পরিচালিত গ্রীণ চাইল্ড এর উদ্যোগে এই মহতি কাজের উদ্যোগ নেন।
আর এ কাজে তাকে সহযোগিতা করেন বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবকগণ।

ফ্রি বাজার করতে আসা অসহায় লোকজন তাঁদের হাতে তুলে দিচ্ছেন ব্যাগ। স্বেচ্ছাসেবকগণ একে একে দোকানে থাকা মুদি সামগ্রী ও সবজিগুলো পরিমাণ মতো ব্যাগে ভরে তাঁদের হাতে দিচ্ছেন।

ভ্রাম্যমাণ ফ্রি সবজি বাজারে রয়েছে চাল, ডাল, আটা, তেল, সাবান, ভিমবার, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, মিষ্টিকুমড়া, পুঁইশাক, মরিচ, ঢেড়স, বাধাকপি ইত্যাদি।
নৌকার মাঝি মিলন আলী বলেন, করোনার কারণে নদীতে আর নৌকা নিয়ে যাওয়া হয় না। বেকার হয়ে পড়ায় সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। আজ (গতকাল) সকালে ব্যাগভর্তি বাজার দিলেন ইঞ্জিনিয়ার টুটুল স্যার। ব্যাগ ভরে বাজার পেলেও কিন্তু কোনো টাকা লাগেনি। এতে করে আমার কয়েকটা দিন ভালোভাবে চলে যাবে।

মিজানুর রহমান লালন নামে ইবির শিক্ষার্থী বলেন, করোনা সংক্রমণে লকডাউন চলা কালে মানুষ ঘরে অবস্থান করায় তাঁদের অনেকেই কর্মহীন হয়ে পড়েছে। তাই ইঞ্জিনিয়ার আলিমুজ্জামান টুটুল পরিচালিত গ্রীণ চাইল্ড এর উদ্যোগে এই ফ্রি মুদি ও সবজি বাজার এসব মানুষগুলোর খুব উপকার হবে।

পরিচালিত গ্রীণ চাইল্ড এর উদ্যোগে এসব মহতি কাজের উদ্যোক্তা ইঞ্জিনিয়ার আলিমুজ্জামান টুটুল বলেন, চলমান করোনা পরিস্থিতির কারণে অনেক মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। হজ্ব করার জন্য কিছু টাকা জমিয়েছিলাম আর কিছু প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ঋণ করা টাকাগুলো দিয়ে এই চরম সংকটে অসহায় মানুষদের জন্য কিছু করার অভিপ্রায় থেকেই এসকল মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা মাত্র। যার ফলশ্রুতিতে ভ্রাম্যমাণ ফ্রি মুদি দোকান ও সবজি বাজার বসিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে পেরে বেশ ভালো লাগছে। এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, তিনি সামাজিক দ্বায়বদ্ধতা থেকে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষাবৃত্তি, বৃক্ষরোপন সহ অনেক সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় খাদ্যের সন্ধানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে হুনুমান

খাদ্যের সন্ধানে দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় এলাকার দলছুট হুনুমান এখন কার্পাসডাঙ্গা বাজারে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা খাদ্যের সন্ধানে নিরাপদ আশ্রয়স্থল খুঁজতে লোকালয়ে সারাক্ষণ ছুটোছুটি করছে।

হুনুমান দেখতে অতি উৎসাহী লোকেরা, বিশেষ করে শিশুরা এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। অনেকে আবার ইটের টুকরা, ঢিল ছুড়ছে তাদের উপর। একটু সময়ও তারা মাটিতে স্বস্তিতে হাটতে পারছেনা। আবার অনেক যুবক কিংবা শিশুরা কুকুর লেলিয়ে দিচ্ছে। উপায়ান্তর না পেয়ে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ির ছাদে কিংবা উচু গাছের মগ ডালে বসে দিন কাটাচ্ছে।

তবে শহরে অনেক স্বস্তিতে এক ছাদ থেকে আর এক ছাদে অবাধে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। আগে হুনুমান দেখলে মানুষ আদর করে খাবার দিত। এখন খাবারের বদলে তাদের পেতে হয় ইট-পাথর। তবে অনেক সময় হুনুমান রেগে গিয়ে দাঁত সিটকে কামড়াতে তেড়ে আসে। অনেক সময় প্রচন্ড খিদের তাড়নায় তারা দোকানে কিংবা বাড়িতে হাজির হচ্ছে। কলা অথবা একটুকরা পাউরুটি দিলে আবার চলে যায়। বেশির ভাগ সময় এরা দল বেধে আবার দুজনে এক সাথে চলে।

কেশবপুর হুনুমানদের সরকারিভাবে খাবার দেওয়া হয়। কিন্তু স্থানীয়রা বলছেন সেটা অপ্রতুল হবার কারণে ক্ষুধার তাড়নায় এরা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। পল্লী চিকিৎসক রবিউল হক জানান আমরা মানুষ, তিনবেলা খাবার খায়, কিন্তু বন্যপ্রাণী হুনুমান বলতে পারে না, মুখ পানে চেয়ে থাকেন। তাই আমি প্রতিদিন বিকালে ৫/৬ টি হুনুমানের (কলা- পাউরুটি) খাবারের ব্যবস্থা করি। দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার ডা. মশিউর রহমান বলেন দলছুট হুনুমান শুধু কার্পাসডাঙ্গাতেই নয়। অনেক সময় বন্যা কিংবা খাবারের অভাব দেখা দিলে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকা যেমন সীমান্তবর্তী ভারত থেকেও

অনেক হুনুমান সীমান্ত পেরিয়ে আমাদের দেশে খাদ্যর সন্ধানে চলে আসে।

দামুড়হুদায় বালু ব্যবসায়ীর জরিমানা

দামুড়হুদা গোবিদহুদা গ্রামের মাঠে বালু কেটে রাস্তা ও কৃষি জমির ক্ষতি করার অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালত বালু ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন কে অর্থদন্ড দিয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালতে অর্থদন্ডপ্রাপ্ত গিয়াস উদ্দিন দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা গ্রামের মৃত নুরুল হকের ছেলে।

গত বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার সময় উপজেলার গোবিদহুদা মাঠে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

আদালত সূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার গোবিদহুদা গ্রামের মাঠের রাস্তা ও কৃষি জমির ক্ষতি করে অবৈধ ভাবে বালি উত্তোলনের অপরাধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ সাল এর ৪(খ) ধারায় অভিযুক্ত গিয়াস উদ্দিন কে ৮০হাজার টাকা অর্থদন্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম মুনিম লিংকন।

আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সার্টিফিকেট সহকারী জিহন আলি, দামুড়হুদা মডেল থানার এ এস আই হারুন প্রমূখ। অভিযুক্ত গিয়াস উদ্দিন তার অর্থদন্ডের অর্থ নগদে পরিশোধ করে মুক্তি পায়।

দামুড়হুদায় চালের ডিলারের বিরুদ্ধে নারীকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউপি ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডের ১০ টাকা কেজি চাউলের ডিলার লাভলুর বিরুদ্ধে এক নারীকে কুপ্রস্তাব ও শ্লীলতাহানী সহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগী ওই নারী লম্পট লাভলু ডিলারের বিচার চেয়ে বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ দিলেও কোন সুবিচার পাননি।

শ্লীলতাহানী ওই নারী কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামের তিনি সাংবাদিকদের অভিযোগ করে বলেন, আমি ও আমার স্বামী ছেলে নিয়ে পরিবারের আট জন সদস্য নিয়ে খুব কষ্টে জীবন যাপন করে আসছি গ্রামের নেতা তারিক আমার ও আমার স্বামীর নামে দুটি ১০ টাকা কেজির কার্ড করে দেয়।

কিন্তু চাউলের ডিলার লাভলু আমার কাছ থেকে জোর পূর্বক ১ টি কার্ড কেড়ে নেয় ৫ মাস আগে এবং আমাকে কুপ্রস্তাব দেয় আমার সাথে যৌন মিলন করলে এক বস্তা চাউল বেশী দেবে। প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় আমার চাউল বন্ধ করে দেয় এবং আমি সাংবাদিকদের বলি বলে আমাকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেয় লাভলু।

অভিযোগ কারীর স্বামী বলেন, আমি ও আমার পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এ দিকে লাভলু ডিলারের বিরুদ্ধে চাউল চুরি করে বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। সে সমস্ত কার্ডধারী প্রায় ১০ জন মারা গিয়েছে। সে সমস্ত চাউল গুলো তুলে কৌশলে বিক্রি করে আসছে। তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলার সাহস পায়না। জানিনা কোন ক্ষমতার বলে কার্ড কৌশলে নিয়ে যায়।

ডিলার লাভলুর বাড়ির ভাই-বোন, ছেলে, চাচাতো ভাই-বোন, চাচা- চাচিসহ প্রায় নিজ কবজায় ২৫টি কার্ড দিয়ে চাউল তুলে কৌশলে বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছে। লাভলু একজন ডে লেবার ছিল। সে কখনো আ.লীগের সাথে সম্পর্ক ছিল না। স্থানীয় নেতার আশির্বাদে এলাকার বড় নেতা বনে গিয়েছে। রাতা-রাতি চাউলের ডিলার হয়ে নিজে বড় নেতা বলে দাবী করে।

বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখে ডিলার লাভলুর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার জন্য দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দৃষ্টি কামনা করেছেন এলাকাবাসী।

মুজিবনগরে হার্ট অ্যাটাকে এক মহিলার মৃত্যু

মুজিবনগরে হার্ট অ্যাটাক করে ৬০ বছর বয়সী কোহিনুর খাতুন নামের একজন মহিলার মৃত্যু হয়েছে।
শনিবার সেহরী খাওয়ার পর ভোররাত সাড়ে চারটার দিকে তার মৃত্যু হয়। মৃত কোহিনুর খাতুন আনন্দবাস গ্রামের মৃত, নাজিম খান এর স্ত্রী।

গ্রাম বাসি জানায়, কোহিনুর খাতুন হৃদরোগের রুগি ছিলেন। এর আগেও কয়েকবার তিনি হার্ট অ্যাটাক করেছেন। গত শুক্রবার বিকালেও তিনার হার্টের সমস্যা হয়, এবং বুকে জালাপোড়া করে। পরে এরকম সমস্যা দেখা দিলে তিনি রোযা ভেঙে ফেলে। কিন্তু আজ ভোর রাতে সেহরী খাওয়ার পর হঠাৎ সে এ্যাটাক করে। অ্যাটাক করলে তার স্বজনরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতে তার মৃত্যু হয়।

মুজিবনগর সরকারী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রেজওয়ান আহম্মেদ জানান, আজ ভোর রাতে হার্ট অ্যাটাকের একজন রোগী হাসপাতালে আসে। তবে তাকে পরিক্ষা করে দেখার পর সে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গিয়েছে এমনটাই ফলাফল পাই।

এছাড়া পুরানো প্রেসক্রিপসন আমরা সবগুলো দেখি। যেখানে প্রতিটা প্রেসক্রিপসনে হার্টের বিষয়টা উল্লেখ করা হয়। তিনি হার্টের সমস্যার কারণে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা করে এসেছেন।

এদিকে, তার ভিতরে করোনার কোন লক্ষন না থাকায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মতিক্রমে সামাজিক ভাবেই লাশ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাস পরীক্ষা জন্য ১৩ জনের নমুনা প্রেরন

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাস এর পরীক্ষা করার জন্য আরো ১৩ জনের নমুনা পাঠানো হয়েছে। গতকাল শনিবার মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে ঢাকা আইইডিসিআর (নাক ও গলার কফ) সে সকল নমুনা পাঠানো হয়। এর মধ্যে সদরে ১০, মুজিবনগরে ১ ও গাংনীতে ২ জন সহ পূর্র্র্র্বের ৫০৩ জন সর্ব মোট ৫১৬ জন।

গতকাল কোনো ফলাফল আসে নাই। মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুর পৌর মেয়রের সবজি সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এর উদ্যোগে কর্মহীন অসহায় দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সবজি সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালের দিকে মেহেরপুর হোটেল বাজার এলাকায় দুই শতাধিক পরিবারের মধ্যে মাছ, লাউ, পুঁইশাক, মিষ্টি কুমড়া, ঢেঁড়স, খিরা সহ অন্যান্য শাকসবজি বিতরণ করেন।

পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এর প্রতিনিধিরা অসহায় কর্মহীন দরিদ্র পরিবারের হাতে এ সকল শাক সবজি তুলে দেন।

নিখোঁজ হওয়ার ৫৩ দিন পড়ে বেনাপোল থেকে সাংবাদিক কাজলকে উদ্ধার

নিখোঁজের ৫৩ দিন পড়ে ফটো সাংবাদিক ও দৈনিক পক্ষকাল’র সম্পাদক শফিকুল ইসলাম কাজলের সন্ধান মিলেছে। শনিবার (২ মে) রাতে বেনাপোল সিমান্ত এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। বোনাপোল পোর্ট থানার ডিউটি অফিসার এসআই ওবায়দুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, কাজল সাহেবকে পাওয়া গেছে। উনি বিজিবির কাছে আছে। তাকে এখনও আমাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি।

তবে কীভাবে তাকে পাওয়া গেল এ বিষয়ে তিনি কিছু জানাতে পারেননি।

বিজিবির রঘুনাথপুর ক্যাম্প কমান্ডার হাবিলদার আশেক আলী বলেন, বেনাপোলের সাদিপুর সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারত থেকে প্রবেশের সময় সাংবাদিক কাজলকে আটক করা হয়। বর্তমানে তিনি আমাদের হেফাতজতে আছেন। পরে পুলিশে হস্তান্তর করা হবে।

এদিকে কাজলের সন্ধান পাওয়ার বিষয়টি তার স্ত্রী জুলিয়া ফেরদৌসি নয়নও নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ফোনে কাজলের সঙ্গে কথা হয়েছে। বেনাপোল থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই খবর পেয়ে রাতেই স্বজনরা তাকে নিতে বেনাপোলের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়েছেন।

সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল ১০ মার্চ সন্ধ্যায় পক্ষকাল’-এর অফিস থেকে বের হন। এরপর থেকে তার কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। তবে নিখোঁজের ঠিক ৩০তম দিনে (৯ এপ্রিল) সাংবাদিক কাজলের ফোন নম্বরটি বেনাপোলেই চালু হয়েছিল। তখন কাজল নিখোঁজের বিষয়টির তদন্ত কর্মকর্তা চকবাজার থানার এসআই মুন্সী আবদুল লোকমান বলেছিলেন, নিখোঁজ সাংবাদিক কাজলের ফোন নম্বরটি চালু হয়েছিল। লোকেশন দেখিয়েছে বেনাপোল। তবে করোনা পরিস্থিতির কারণে ও নম্বরটি চালু থাকার সময় কম হওয়ায় বেনাপোলে কোনও অভিযান চালানো সম্ভব হয়নি।

প্রসঙ্গত, সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল ১০ মার্চ সন্ধ্যায় ‘পক্ষকাল’-এর অফিস থেকে বের হন। এরপর থেকে তার কোনও সন্ধান না পেয়ে পরদিন ১১ মার্চ চকবাজার থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন তার স্ত্রী জুলিয়া ফেরদৌসি নয়ন। ১৩ মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে শফিকুল ইসলাম কাজলকে সুস্থ অবস্থায় ফেরত দেওয়ার দাবি জানায় পরিবার। ১৮ মার্চ প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচির মাধ্যমে সাংবাদিক কাজলের সন্ধান চাওয়া হয়। পরে ১৮ মার্চ রাতে কাজলকে অপহরণ করা হয়েছে অভিযোগ এনে চকবাজার থানায় মামলা করেন তার ছেলে মনোরম পলক। সাংবাদিক কাজল নিখোঁজ হওয়ার পর তার সন্ধানের দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে কয়েকদফা কর্মসূচি পালন করেছেন সাংবাদিক সহকর্মী ও পরিবারের সদস্যরা।